পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 26 ❑ 15 Sept., 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বিএসএফ এর তৎপরতায় প্রায় ১০ কেজি সোনা উদ্ধার বাগদায়

উত্তম সাহা : বাগদা ব্লকে সোনা উদ্ধারে রেকর্ড গড়লো বিএসএফের ৬৮নং ব্যাটলিয়নের জওয়ানরা। রবিবার সকাল আটটা নাগাদ কুলিয়া কালিতলা ঘাট এর খানিকটা আগে গাবতলায় কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে ফেরার সময় ৯ কেজি ৮০০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে রনঘাট বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানরা। জানা গেছে, কুলিয়া গ্রামের মৃত আনসার মন্ডলের ছেলে নাজিম মন্ডল(৩১) সোনার বার ও বিস্কুটগুলো কোমরে বাঁধা বেল্ট জাতীয় বেশ ভারী কিছু বস্তু নিয়ে বেড়াহীন সীমান্তের নদীর সীমানা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে আসছিলো। বিএসএফের ওপি পার্টির দ্বায়িত্বে থাকা সিটি রাজু কুমার ও এইচ সি বীর চন্দ্র দেববর্মা নাজিমের দেহ তল্লাসী করতেই তার কোমরে পাওয়া যায় ৮১ পিস সোনার বিস্কুট ও সোনার বার। বাগদা থানার বাংলাদেশ সীমান্তে কর্মরত বিএসএফের ৬৮নং ব্যাটলিয়নের জওয়ানদের ঝড়ো ব্যাটিং-এ যেন এলাকার চোরাচালানীরা হচ্ছে তছনছ। মাত্র ১ সপ্তাহের ব্যাবধানে প্রায় ১৫ কেজি সোনা উদ্ধারের ঘটনা রীতিমত জোর প্রশংসার দাবিদার হয়েছেন এই সীমান্তে কর্মরত কতিপয় বিএসএফের অফিসার। বাগদায় ইতিহাস গড়লো বিএসএফের ৬৮নং ব্যাটলিয়ন। সেই সাথে জোর প্রশংসা কুড়াচ্ছেন বিএসএফের ৬৮নং ব্যাটলিয়নের সীমান্তে কর্মরত অফিসারদের সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রদান ও নেপথ্য নির্দেশনায় ব্যাটলিয়নের সিও যোগেন্দ্র আগরওয়াল।

‘বোড়ে’ কাকু আর নেই!

গত ৯ সেপ্টেম্বর বিকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন বনগাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের এক বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিত্ব তথা মানবধিকার কর্মী বৈদ্যনাথ রায়। তিনি তাঁর প্রিয়জনদের মধ্যে ‘বোড়ে’ নামেও পরিচিত ছিলেন। বনগাঁ র বিশিষ্ট শিশু শিক্ষালয় মাদার টেরেসা একাডেমিতে দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মরত ছিলেন। বৈদ্যনাথবাবু প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা ‘শিষ’ -এর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে বনগাঁর সাহিত্য- সংস্কৃতি মহল শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও নাতিকে রেখে গিয়েছেন।

শিক্ষক দিবসে শিক্ষক সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজার সম্মানের চেয়ে একজন শিক্ষকের সম্মানকে যিনি বড় মনে করতেন, সেই আদর্শ শিক্ষক, মহান দার্শনিক ভারত রত্ন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষণান এর জন্মদিন (জাতীয় শিক্ষক দিবস) অন্যান্য বছরের মত এবারও যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদযাপন করে গাইঘাটার পঞ্চায়েত সমিতি ও গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন কৃর্তপক্ষ। এদিন মধ্যাহ্নে ব্লকের সৃষ্টি হলে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, স্কুল ছাত্রী ঐশী নাথের কণ্ঠে কবিগুরুর ‘আমার মাথানত করে দাত্ত হে প্রভু তোমার চরণ ও ধুলোর পরে— সংগীতের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাতীয় শিক্ষক ও স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ড.রাধাকৃষণান এর ১৩৫ তম জন্ম দিনে তাঁদের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিতে ফুল- মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে। স্বাগত ভাষণে সভাপতি গোবিন্দ দাস ও ব্লকের বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি দিনটির গুরুত্ব তুলে ধরে উপস্থিত সকল বিশিষ্ট জন সহ সাংবাদিক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগনকে আন্তরিক শুভেচ্ছাও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিগত ১ বছরে ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এস.এস.কে.এম.এস.কে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে জাতীয় শিক্ষক ড. রাধাকৃষণন এর জীবন কর্ম, বাণী ও আদর্শ ব্যক্ত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ও আকাশবাণীর সাংবাদিক ড.নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস ও চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চ- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ব্লকের বিডিএমও গৌর গোপাল নাথের সঙ্গতে সংগীত শিল্পী কেয়া ঘোষের সংগীতানুষ্ঠান সমবেত সুধীজনের প্রশংসা লাভ করে।

বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার

প্রতিনিধি : বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একাধিক জায়গায় পোস্টার পড়েছে। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত ধর্মপুর সমবায় সমিতির।

বুধবার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত ধর্মপুর সমবায় সমিতির দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সমবায় সমিতির আশেপাশে একাধিক জায়গায় পোস্টার লাগিয়ে দেয় স্থানীয়রা। এই বিষয় নিয়ে এলাকাবাসী উত্তম মিস্ত্রি কাছে প্রশ্ন করলে তিনি ক্ষোভ উপড়ে দেয়। তিনি জানায় দীর্ঘদিন ধরে সমবায় সমিতি তে দুর্নীতি হয়ে এসেছে এবং সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতি বামফ্রন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দীর্ঘদিন ধরে কোন অডিট হয় না এই সমবায় সমিতিতে। সাধারণ মানুষের টাকা তসরুপ করছে যারা এই পোস্টার লাগিয়ে খুব ভালো করেছে। এমনটাই মন্তব্য সাধারণ মানুষের । অন্যদিকে, সমবায় সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতে গেলে তারা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি কোন কথা বলতে রাজি নয় এমনটাই জানান।

বিভূতি স্মরণ গোপালনগরে

প্রতিনিধি ঃ বুধবার আঠাশে ভাদ্র সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৯ তম জন্ম উৎসব পালিত হলো বনগাঁ মহকুমার গোপালনগরে। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল বিভূতিভূষণ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী। এদিন সকালে বিভূতিভূষণের রচনা থেকে পাঠ করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা স্থানীয় শ্রীপল্লি ব্যারাকপুরে সাহিত্যিকের বসত বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়। তার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

এছাড়াও ছিল বিভূতিভূষণকে নিয়ে আলোচনা, সাহিত্যবাসর এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারের এই জন্ম উৎসব উপলক্ষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়েছে।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দীপক চ্যাটার্জী বলেন, "বহু বছর ধরে এই দিনটি আমরা পালন করে আসছি। বিভূতিভূষণ আমাদের গর্বের। কিন্তু তার বসতবাড়ি এখনো অনাদরে রয়েছে। সরকারের কাছে আবেদন, বাড়িটি সংরক্ষণ ও অধিগ্রহনের ব্যবস্থা করা হোক। "

শিক্ষক দিবসে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির প্রতিবাদে সভা বিজেপির

সংবাদদাতা ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে ঠাকুরনগরে পথসভা করে ভারতীয় জনতা পার্তি। এদিন সকালেই বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল কমিটির ব্যবস্থাপনায় ঠাকুনগর বালিকা বিদ্যালয় পাশ্বস্থ চাঁদপাড়া সড়কের ধারে আয়োজিত পথসভায় বিভিন্ন এলাকা থেকে দলীয় নেতা-কর্মীগণ উপস্থিত হন। সভায় দলের বিশিষ্ঠ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবীন বিজেপি নেতা রবীন মণ্ডল, তিমির বরণ সরকার ও মলয় মণ্ডল প্রমুখ। বিশিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে রাজ্যের তৃনমূল নেতা-মন্ত্রীগণের সীমাহীন দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যের মুখমন্ত্রী ও তার দলের নেতা কর্মীগণের কঠোর সমালোচনা করেন। সেই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষক দিবসে আদর্শ শিক্ষক ও মহান দার্শনিক ভারতরত্ন জ. সর্বপল্লী রাধাকৃষণান সহ তৃতীয় পাতায়...

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৭০৭৬২৭১৯৫২
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/

হলমার্ক যুক্ত গহনার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
M- 7908644459
বাসন্তী জুয়েলার্স
সহজ কিস্তিতে সোনা কেনার সুযোগ
প্রোঃ বিশ্বনাথ সাহা
১২ মাস টাকা জমালে ১ মাস ফ্রি
চাঁদপাড়া, চৌরঙ্গী (জীবনদীপ ফার্মেসীর পাশে)

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ২৬ ❐ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

বনসৃজন কর্মসূচী সার্থক হোক

প্রতিবছর জুলাই-আগষ্ট মাসে সারা রাজ্যে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। এসময় সপ্তাহ ব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গ্রামে ও শহরে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালিত হয়। পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখতে এবং মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী জগতের একান্ত আবশ্যকীয় অক্সিজেন পর্যাপ্ত পরিমানে যোগানের নিমিত্ত বনসৃজনের একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানের অতিমারী করোনা পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে কারণে দেশের সকল সচেতন মানুষেরই একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত ১টি গাছ কাটার পূর্বে একাধিক গাছের চারা লাগানো। কারণ একটি গাছ আজ আর একটি প্রাণ নয়; একটি গাছ এখন অনেক প্রাণ। তাই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুলের জন্য আমাদের সকলের প্রচুর গাছ লাগানো এখান্ত কর্তব্য। কিন্তু শুধু গাছ লাগালেই চলবে না। প্রতিটি বৃক্ষচারাকে পরিচর্যা করে বড় করে তুলতে হবে। মানব শিশুকে যেমন তার মা ও অভিভাবকগণ সযত্নে লালন-পালন করে বড় করে তোলেন, তেমনি বৃক্ষশিশুগুলোকে প্রয়োজনমতো জলদান করে ও আগাছা পরিস্কার করে বড় করে তুলতে হবে। তবেই বৃক্ষরোপণ বা বনসৃজন কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করবে। অথচ প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সরকারি উদ্যোগে লাগানো বৃক্ষচারাগুলি অযত্নে- অবহেলায় প্রাণ হারায়। যা মোটেই কাম্য নয়।

বাংলা ও বাঙালির কথা

বাঙালিরা সর্বদাই নিজেদের বুদ্ধিমান জাত বলে মনে করেন। বিশেষ করে, যাঁরা নিয়মিতভাবে বেড়াতে বা ঘুরতে যান দেশের নানা প্রান্তে, তাঁদের সবার অভিজ্ঞতা এক। তাঁরা দেশের যে কোণেই যান না কেন বাংলা কথা কানে আসবেই। চোখে পড়বে বাঙালি মুখ। সদ্য আলাপ হওয়ায় কথা ভুলে গিয়ে পরনিন্দা, পরচর্চা চলতে থাকবে। এ নিয়ে লিখেছেন— ***নির্মল বিশ্বাস***

নির্মল বিশ্বাস

সচরাচর বাঙালিকে বেহিসাবি ও হুজুগে জাত বলা হয়ে থাকে। তবে, এটা বদনাম বা সুনাম সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। বিশেষ করে, বাংলার মধ্যবিত্তের সাধারণ বাঙালিরা পুজোর ছুটিতে বা গ্রীষ্মের ছুটিতে কিংবা সপ্তাহের মাঝখানে কোনও ছুটিছাটা থাকলে তার সঙ্গে উইক এন্ড জুড়ে দিয়ে বেড়াতে না গেলে মন ভালো লাগে না। বেড়াতে না গেলে প্রতিবেশির কাছেও মান সম্মান থাকে না, আত্মীয় স্বজনের কাছে থাকেও না, আর পরিবারের কাছেও না— সে কারণেই তো পরিবারের কর্তারও মন ভালো নেই। আমার এক প্রতিবেশি অলোকবাবুর গত দুটি বছর করোনার কারণে কোথাও যাওয়া হয়নি। দুটি বছর পর, গত বছর পুজোর ছুটিতে কেদারনাথ-বদ্রিনাথ সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। শুনলাম, এবারও নাকি যাচ্ছেন ঈশ্বরের আপন দেশ কেরালাতে। উত্তরের হিমালয় থেকে একেবারে দক্ষিণের আরব সাগরের কূলে। এই তো সেদিন অলোকবাবুর স্ত্রী জানিয়ে গিয়েছেন গণেশবাবুর স্ত্রী সুনন্দাকে। গণেশবাবু অফিস থেকে ফেরা মাত্রই শুনতে হয়েছে স্ত্রীর অভিযোগ। গণেশবাবুরও করোনার কারণে দুই আর গত বছর ধরে পর পর তিনটি বছর কোথাও যাওয়া হয়নি। আর এবার বেড়াতে যাবেন কিনা তেমন কোনও হেলদোল নেই। কি যে সমস্যায় পড়েছেন, পরিবারের সম্মান বলে আর কিছুই রইল না। গণেশবাবু বেড়াতে যাওয়ার উদ্যোগ যে নেননি তা নয়। রেল কোম্পানির দৌলতে এখন আর উঠলো বাই তো কটক যাই, বললে তো আর যাওয়া যায় না।

করোনা আর লকডাউনের পর এখন দিন বদলে গেছে। দুর্গাপুজোর ঢাকের বাদ্যি শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই বাঙালির পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করতে হয়। গণেশবাবু সে কাজটি করেননি। প্রায় তিন মাস আগে থাকতেই ট্রেনের টিকিট বুকিং করতে হয়। গণেশবাবু অঙ্কের হিসাব ভুল করে দু' মাস উনত্রিশ দিন আগে টিকিট কাটতে চেষ্টা করেছেন, টিকিট কাউন্টারের বাবুটি বলেছেন। ওয়েটিং লিস্ট ৫০০-র ওপরে। তিনি ভাবলেন, ইন্টারনেটে টিকিট কাটলে হয়তো কিছু সুরাহা হতে পারে। না, তেমন কোনও সুরাহা হল না। তখন তিনি গেলেন একটা ট্যুর কোম্পানিতে। সেই কাউন্টারের থাকা সুসজ্জিতা মেয়েটি খুবই নম্র ও ভদ্র। একগাল মিষ্ট হেসে সে জানালো, অনেক দেরি করে ফেলেছেন, কাকুবাবু। একমাস আগেই সব টিকিট বুকিং শেষ হয়ে গিয়েছে।

এখন পরিস্কার বোঝা গেল, সব বাঙালি তো আর গণেশবাবু নন। বাঙালিবাবুদের মধ্যে এখন অনেকে হিসাব করে কাজ করেন। অনেক স্মার্ট। বছর শেষ হওয়ার আগেই অনেকে জোগাড় করে নেন অফিসের ছুটির তালিকা। লিস্ট দেখে নেন, কোন ছুটির সঙ্গে ক'টা ক্যাজুয়াল লিভ নিলে এক নাগাড়ে ৫-৭ দিন কাটানো যায়। ঠিক করে নেন কোথায় বেড়াতে যাবেন। সময় থাকতেই কেটে রাখেন যাতায়াতের টিকিট। বুক করে রাখেন হোটেল। কোথাও কোনও ঝুঁকি নেওয়ার প্রশ্ন নেই। ঝুঁকি নেওয়াটাই বোকামি। সাধ করে কী কেউ বোকা হয়!

বাঙালিরা তো নিজেদের সর্বদাই নিজেদের বুদ্ধিমান জাত বলে মনে করেন। বিশেষ করে, যাঁরা নিয়মিত ভাবে বেড়াতে যান দেশের নানা প্রান্তে, তাঁদের সবারই অভিজ্ঞতা এক। দেশের যে কোণেই যান না কেন বাংলা কথা কানে আসবেই। চোখে পড়বেই বাঙালি মুখ। সদ্য আলাপ হওয়া সেই ব্যক্তির কথা ভুলে গিয়ে পরনিন্দা, পরচর্চা চলতেই থাকবে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গিয়ে অনেক বাঙালি মুখটা ব্যাজার করে বলেন, কেন যে এখানে মরতে এলুম। দেখার জিনিস বলতে তো কতগুলো ভাঙাচোরা ইটখসা বাড়ি। এখন আবার ছুটিতে বিদেশ যাওয়ার হুজুগ উঠেছে। ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, হংকং-এর মতো আরও কত জায়গা। সেখানে একই দৃশ্য। কেরলে বেড়াতে গেলে যে টাকা খরচ হয় তার চেয়ে কম টাকায় ব্যাঙ্কক, হংকং, সিঙ্গাপুর ঘুরে আসা যায়। কম টাকায় বেশি মস্তি। তাহলে ফরেন ট্যুর নয় কেন।

সেই অতীতকাল থেকে বাঙালি অতীশ দীপঙ্কর কি বিশ্বজয় করেন নি? আর বহু কষ্ট করে তিনি যদি পেরে থাকেন, তাহলে জেটের যুগে বাঙালি পারবেন না কেন? পারবে কি? আলবাৎ পারবে। পারতেই হবে। পেরেছেনও। বাঙালি বলে কথা।

তবে বাঙালিদের মধ্যে কু-লোকের অভাব নেই। তাঁরা বলেন, বাংলা থেকে কত মানুষ বাইরে বেড়াতে যান, তার দশ ভাগের এক ভাগ মানুষও এরাজ্যে বেড়াতে আসেন না। আসবে কেন! কী আছে এখানে! গর্বিত বাঙালি বলবেন, কী নেই এরাজ্যে! সাগর থেকে হিমালয়, সবই আছে এরাজ্যে। আর একটা রাজ্য দেখাও তো যেখানে দুই আছে। আমাদের দীঘা, মন্দারমণি, শঙ্করপুর, বকখালিতে সমুদ্রতট আছে। আমাদের শৈল শহর দার্জিলিং আছে। আর আছে কালিম্পং, কার্শিয়াং। স্নেহময় সুন্দরবন আছে। আছে তো বটেই। তবে থেকেও নেই। বাইরের লোক ক'জন যায় সেসব জায়গায়।

গোয়া, কেরল, তামিলনাড়ুর মতো সমুদ্র সৈকতগুলির সঙ্গে কেন আমরা পাল্লা দিতে পারছি না। এর প্রধান কারণ, বাইরের লোকদের আকর্ষণ করার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো আমরা এখনও সেভাবে গড়ে তুলতে পারিনি। তাছাড়া পাহাড়বাসীরা মাঝে মাঝেই গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বনধ, ধর্মঘট ও অস্থির রাজনীতির কারণে সেখানে পর্যটকরা বেড়াতে যেতে সাহস পান না। অথচ দেখছি, আমাদের নাকের ডগা দিয়ে তাঁরা চলে যাচ্ছেন সিকিমে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখলাম। 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া।' সিকিমের মানুষ সার কথা বুঝেছিল, পর্যটন না এলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। তাই সেখানে, রাজ্যে শান্তি বজায় রেখে পর্যটন প্রসারের চেষ্টা করে চলেছেন অনবরত। অথচ, আমরা কেউই বুঝতে চেষ্টা করছি না যে, পর্যটনও আমাদের রাজ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে। আমরা কেবল ব্যস্ত হয়ে রইলাম কেন্দ্রের বঞ্চনার সাত-কাহন শোনাতে। সবচেয়ে বড় কথা, এ রাজ্যের টাকা খরচ করে এলাম অন্য রাজ্যে। যাবতীয় দায় কেন্দ্রীয় সরকার।

রবীন্দ্র নাট্য শিক্ষক দিবসে নানা অনুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষক, বিশিষ্ট দার্শনিক দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর ১৩৫ তম জন্মদিন (শিক্ষক দিবস) নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা, এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার মহলা কক্ষে আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সূর্যজ্যোতি ভট্টাচার্য, নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক, অলকানন্দ বসু, পলাশ মন্ডল, প্রবীণা শিক্ষিকা শ্রীলেখা মুখার্জী, ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত, চিকিৎসক মিহির লাল চক্রবর্তী প্রমুখ। আদর্শ শিক্ষক ভারতরত্ন ড. রাধাকৃষ্ণান এর প্রতিকৃতিতে ফল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধ জানান উপস্থিত সকলে। সংস্থার সদস্যগণ সকল বিশিষ্ট জনদের স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্থার ছোট্ট সদস্য আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য এবং অনুশ্রী রায়ের আবৃত্তি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। আইভি সান্যালের কণ্ঠে শিক্ষিক দিবসের কবিতা এবং শোভন মন্ডল ও বিপ্লব বসুর শ্রুতি নাটক, সরমা বৈদ্য, ঋতুপর্ণা মুখার্জী, স্মৃতি চক্রবর্তী প্রমুখের নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত সকল দর্শক মন্ডলীর মনোরঞ্জন করে। সংস্থার সকল নৃত্যশিল্পীগণ সংস্থার প্রানপুরুষ ও নাট্য নির্দেশক বিশ্বনাথ বাবুকে নৃত্যের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে রবি ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে সংস্থার কুশীলবগণ পরিবেশন করেন মজার নাটক 'ভাব ও অভাব'। সঞ্চালক শোভন মন্ডলের পরিচালনায় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

বিষয়- বিজ্ঞান

সমুদ্রবিজ্ঞানে বিশ্ব সেরা তালিকায় রায়গঞ্জের মেয়ে কোয়েনা মুখোপাধ্যায়

অজয় মজুমদার

সমুদ্র বিজ্ঞান বা ওসানোগ্রাফি নিয়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন রায়গঞ্জের মেয়ে কোয়েনা মুখোপাধ্যায়। কোয়েনার গবেষণার বিষয় হল জলের তলায় রিমোট কন্ট্রোল চলা যানবাহন নিয়ে। যা চালাবে রোবট। এই মুহূর্তে তিনি এমন একটি জলের নীচের সাবমেরিন যান তৈরি করেছেন যা দেখতে হবে মাছের মতো। ওজন হবে পাঁচ কেজির আশেপাশে। মাছ যে ভাবে সমুদ্রের নীচ দিয়ে জলের গতির বিরুদ্ধে যাতায়াত করে, সে বিষয়টিকে মাথায় রেখেই কোয়েনা এই গবেষণা চালাচ্ছেন। এছাড়া মাছ চাষের বিভিন্ন তথ্য নিয়েও তার গবেষণা বিজ্ঞানের আসরে স্থায়ী আসন পাততে সক্ষম হয়েছে। তাঁর অধ্যাবসায় তাকে বিশ্বমঞ্চে সেরা কৃতিত্ব এনে দিল।

তিনি উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জের বাসিন্দা। বর্তমানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি শিলচরের অধ্যাপক। কোয়েনা মুখোপাধ্যায়ের জন্য বিশ্ব মঞ্চে উজ্জ্বল হল বাংলা তথা দেশের মুখ।

কোয়েনা মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন রায়গঞ্জ গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক করোনেশন স্কুল থেকে। বি-টেক করেন ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে। দেশের দুটো এনআইটি থেকে দুবার এম টেক করেন। তারপর ২০১৬ সালে দিল্লির আইআইটি থেকে পিএইচডি করেন। তখন থেকেই সমুদ্রবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই কাজই তাকে ডাক দিয়েছে এক ফরাসি সংস্থা 'সি টেক' বার্ষিক অধিবেশনের বিশ্বের ১০ জন বিজ্ঞানী তাদের গবেষণার জন্য এই অধিবেশনে ডাক পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ভারত থেকে আছেন একমাত্র কোয়েন মুখোপাধ্যায়। আগামী ২৬ শে সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে তিনি এই অধিবেশনে যোগ দেবেন। অধিবেশন চলবে একুশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ।

কোয়েনার বাবা শ্রী কুমার মুখোপাধ্যায় বাম আমলের মন্ত্রী ও সিপিআই নেতা। এ'রকম রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে একজন সেরা বিজ্ঞানীর তকমা পাওয়াটা বিশেষ কৃতিত্বের।

পৃথিবীর ৭০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে মহাসাগর আমাদের জীবনের এক অমূল্য সম্পদ ও গভীর মহাসাগরের ৯৫ শতাংশই অজানা রয়েছে। সমুদ্র বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়— বায়োলজিক্যাল ওসানোগ্রাফি যেখানে মূলত জীবজগৎ সম্পর্কে পড়ানো হয়। রাসায়নিক সমুদ্র বিজ্ঞান বা কেমিক্যাল ওসানোগ্রাফি। এই অংশে থাকে সমুদ্রের রাসায়নিক উপাদান— যেগুলির

বিন্যাস ও বিক্রিয়া নিয়ে পড়াশোনা। ভৌতসমুদ্র বিজ্ঞান বা ফিজিক্যাল ওসানোগ্রাফি। এই অংশে পড়ানো হয় সমুদ্রের স্রোত, জোয়ার ভাটা, তাপমাত্রা, ঘনত্ব ইত্যাদি ভৌত বিজ্ঞান সম্পর্কে। ভূতাত্ত্বিক সমুদ্র বিজ্ঞান বা জিওলজিক্যাল ওসানোগ্রাফি প্রাধান্য পায় সমুদ্রের তলদেশের ভূতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র নির্ভর অর্থনীতির সম্ভাবনাময়। আমাদের দেশে সমুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অথবা জীবজগৎ নিয়ে যতটা গবেষণা হয়েছে, সমুদ্রের ভৌত, রাসায়নিক এবং ভূতাত্ত্বিক নিয়ে এখনো ততটা গবেষণা হয়নি। বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে বহু বিষয় এখনো অজানা।

সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয়। সমুদ্রের অজানা রহস্যকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ নিয়ে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার মত যার উৎসাহ ও আগ্রহ আছে, সমুদ্র বিজ্ঞানে তারাই সাফল্য পাবে।

গোবরডাঙায় কুশদহ বার্তার প্রকাশ অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৪সেপ্টেম্বর গোবরডাঙার রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটে কুশদহ পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন অপরাহ্নে রেনেসাঁস ভবনের ভূমেন্দ্র গুহ কক্ষে 'কুশদহ' সাময়িক পত্রের ১৪৫ বছর ও কুশদহ বার্তার ৩০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রবীণ সমাজসেবী প্রবীর মজুমদারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের সভাপতি দীপক কুমার দাঁ, রেনেসাঁস এর সভাপতি ড. সুনীল বিশ্বাস ও সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী প্রমুখ। শিক্ষিকা কল্পনা পাল ও আবৃত্তিকার পরিমল কান্তি ঘোষ এর কবিতা আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে আলোচনা সভার সূচনা হয়। কুশদহ বার্তার ৩১ তম বর্ষের ২য় সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন গবেষণা পরিষদ এর কর্নধার দীপক কুমার দাঁ। শ্রী দাঁ এদিন পরিষদ এর পক্ষ থেকে বেশ কিছু মূল্যবান পুস্তক রেনেসাঁস এর গ্রন্থগারের জন্য সম্পাদক স্বপন বাবুর হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। কুশদহ -১৪৫, একটি ঐতিহাসিক পরিক্রমা বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক সুখেন্দু দাশ। শ্রীদাশ জানান, ১৪৫ বৎসর পূর্বে কুশদহ সাময়িক পত্রের সূচনা করেছিলেন বিপিন বিহারী চক্রবর্তী। শ্রী চক্রবর্তী ছিলেন এই পত্রিকার জনক । জ্ঞান ও ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই পত্রিকা প্রকাশিত হত। কিন্তু কিছুকাল পর এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তিতে যোগেন্দ্রনাথ কুন্ডুর উদ্যেগে কুশদহ পত্রিকা ফের প্রকাশিত হতে শুরু করে। উদ্যেক্তরা সকলের হতে কুশদহ বার্তার প্রকাশিত সংখ্যাটি তুলে দেন।

দুর্নীতির প্রতিবাদে সভা বিজেপির

প্রথম পাতার পর

এলেকার সকল শিক্ষক- শিক্ষিকাগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপনে করেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে নেতৃবৃন্দ বলেন, তৃনমূল সরকারের নেতা মন্ত্রীগণ মোটা অর্থের বিনিময়ে শিক্ষকতার চাকুরী বিক্রি করেছেন। লক্ষ-লক্ষ টাকা নিয়ে টেট পরীক্ষায় ফেল করা অযোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষকতায় নিয়োগ করেছেন। আর টেট উত্তীর্ণ যোগ্য শিক্ষকপদপ্রার্থীগণ দীর্ঘকাল যাবৎ কলকাতার রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে অযোগ্যদের নিকট শিক্ষকতার চাকুরি বিক্রি করায় এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মান তলানিতে এসে ঠেকেছে। এসবরে প্রতিবাদে সমস্ত রাজ্য বাসীকে সরব হওয়ার আবেদন জানান বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

HALL MARK

শুভ দুর্গাপূজা উপলক্ষে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-'র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

এবছর শারদ উৎসব উপলক্ষে আপনাদের জন্য থাকছে প্রতিটি কেনাকাটার ওপর বিশেষ ছাড় ও নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher

আমাদের নিউ পি সি জুয়েলারী শোরুমে আফার চলছে—

- ১০ গ্রাম এর ওপর সোনার গহনা কেনাকাটার উপহার হিসাবে আপনারা পাবেন ২৪ ক্যারেট সোনার কয়েন সম্পূর্ণ ফ্রিতে।
- ১০০ গ্রাম এর ওপর রুপর গহনা কেনাকাটার উপহার হিসাবে আপনারা পাবেন রুপোর মূর্তি সম্পূর্ণ ফ্রিতে।
- গ্রহরত্ন ও ডায়মণ্ড জুয়েলারীর ওপর পাবেন ১০% ছাড়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটার উপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ২৫০০/- টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রুপোর জুয়েলারী; যা দিয়ে আপনারা আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- নিউ পি. সি. অপটিক্যাল বনগাঁতে নিয়ে এলো আপনাদের সাধ্যের মধ্যে আধুনিক ডিজাইনের উন্নতমানের চশমার ফ্রেম ও পাওয়ার গ্লাসের বিপুর সম্ভার। এছাড়া সমস্ত রকমের কনটাক্ট লেন্স পাওয়া যায়।
- দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (৮৯৬৭০২৪১০৬) এই নম্বরে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

আমরা নতজানু যেখানে

সুনীল কুমার রায়

আমরা নিজের অজান্তে অথবা রাজনৈতিক বাতাবরণে প্রতিনিয়ত কর্পোরেট দুনিয়ার কাছে আত্মসমর্পন করে চলেছি। নতজানু হয়ে সব কিছু মেনে চলেছি। প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে, নিঃশব্দে।

নির্বাচন এলে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা একাধিক শব্দ যন্ত্র ব্যবহার করে জন-সাধারণের কল্যানের কথা বলেন, স্বপ্ন দেখান। আমরা ভাবনা- রাজ্যের আকাশে ভাসতে থাকি, আপ্লুত হয়ে হাততালি দিয়ে নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করি। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শপথ নিয়ে কেন্দ্র অথবা রাজ্যের সর্বোচ্চ আইনসভায় প্রবেশ করেন। আমরা সুসময়ের জন্য অপেক্ষায় থাকি।

এখন সমস্যা হচ্ছে যে, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশানুক্রমে, পাশ হওয়া আইন মোতাবেক আইনসভায় সদস্যদের বাদানুবাদ সহ সব কিছুই দূরাভাষের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ দেখতে পারে। জনগনের অর্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রতি সভায় লক্ষাধিক ব্যয়ে অনুষ্ঠিত এক একদিনের অধিবেশনের সব

তথ্যাবলি মানুষের সামনে আসে। প্রতি মুহূর্তে সব স্বপ্নের মৃত্যুগুলিকে প্রত্যক্ষ করে আজ হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখি-সব ভুল। এই গভীর প্রত্যয়ের অবকাশ থাকে না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি হয়েছে যে, রাষ্ট্র বা রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করে আদালত। সরকারকে সেই নিয়ন্ত্রিত পথে চলবার কথা আমজনতাকে জানিয়ে দেয়। তাহলে জনগন কর্তৃক নির্ধারিত সরকারের ভূমিকা কি?

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে প্রবন্ধের শিরোনামে যাওয়ার চেষ্টা করি। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটির পরিসংখ্যান অনুসারে ভারত একই সাথে দরিদ্র ও অতি বৈষম্য সম্পন্ন দেশ। আমাদের দেশে অর্থবান ১০ শতাংশের হাতে রয়েছে ৫৮ শতাংশে জাতীয় আয়। এর মধ্যে অর্থ ও বিত্তের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে আছে ২২ শতাংশ। অপরদিকে দরিদ্রের সীমায় বসবাসকারী আমজনতার ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে জাতীয় আয়ের মাত্র ১২ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে অসাম্যের ভয়াবহ চিত্রটি পরিলক্ষিত হয়। দরিদ্রতম মানুষের ভোগব্যয় নিতান্তই কম কারণ হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই।

জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় মূলত তিনটি প্রধানতম উপাদানের উপর ভিত্তি করে। ১। মানুষের ব্যক্তিগত ভোগব্যয়, ২। সরকারের ভোগব্যয়, ৩। বিনিয়োগ। এই হিসাবে চলতি বছরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে ৯.২ শতাংশ।

কিন্তু কী ভাবে?

এইখানেই আছে মূল রহস্য। ভাবনার অন্তরালে, সার্বিক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে। মানুষের ভোগ্যব্যয় ক্ষমতা হ্রাস হয়েছে কিন্তু বিনিয়োগে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী মদতে এবং প্রচ্ছন্ন সাহায্যে বিনিয়োগে কর্পোরেট দুনিয়ার অবাধ প্রবেশ ঘটছে।

প্রথমে উৎপাদিত ফসলের কথা বলা থাক। এটি যে কোন দেশের নিজস্ব সম্পদ। এর গতি ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে নির্বাচিত সরকার। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ন্যায্যদরে ক্রয় করবার জন্য সুষ্ঠু ভাবনায় কৃষিমাণ্ডি তৈরি হয়েছিল। কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের দাম ধার্য্য, নির্দিষ্ট ক্রয় করার উদ্দেশ্যে এই মাণ্ডিগুলি সরকার গড়ে তুলেছিল। বর্তমানে সারা বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে অর্ধেকের বেশি কৃষি মাণ্ডি বন্ধ হয়ে গেছে, না হলে অস্তিত্ব ও গুরুত্ব লোপ পেয়েছে। বাকিগুলি শাসকদলের চোখ রাঙানি ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কৃষকদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। শাসকদলের এক শ্রেণির অসাধু পরিমণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলছে। ফলে আজ সরকারী ব্যবস্থাপনায় কৃষি উৎপাদন ও বিপনন প্রক্রিয়াকে নিজেদের অধীনস্ত করে বিশ্ববানিজ্য সংস্থা ও বিশ্বায়নের বাজারে নাম নথিভুক্ত করছে। এই পথ ধরেই সরকারের ভোগ্য ব্যয় এবং বিনিয়োগের হাত ধরে কর্পোরেট সংস্থাগুলির অনুপ্রবেশ ঘটছে।

কর্পোরেট সংস্থাগুলির দুটি ধারা আছে। একটি বিভিন্ন ছলাকলা প্রদর্শন, আর্থিক প্রলোভন ইত্যাদির উপর ভর করে শাসকদলের কাছাকাছি পৌঁছানো, অপরটি বাজার দখল করা।

স্বাধীনতার পঁচাত্তরে কর্পোরেট সংস্থাগুলি এই ব্যাপারে পুরোপুরি সফল। তাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাজার নিয়ন্ত্রনে কোন ভূমিকা নেই।

বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ধার্য্য করা নিয়ন্ত্রণ করে কর্পোরেট সংস্থা। এদের লোভাতুর চাহিদায় সরকার নতজানু। অজান্তে হয়তো কোন আলোচনা হয়। জীবনদায়ী ঔষধ ছাড়া প্রায় সব ঔষধের স্বদেশীয় উৎপাদন সংস্থা কর্পোরেট দুনিয়ার কাছে প্রতিনিয়ত আত্মসমর্পন করে চলেছে। ফলে ঔষধের দাম আজ উর্দ্ধমুখী। শিল্প বন্ধ, ধুঁকছে, নিঃশ্বাস ফেলছে কর্পোরেট দুনিয়ায়। ফলে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর মধ্যে আজ এদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। আর সরকার নীরব। কিন্তু কেন?

অর্থবানদের আয় থেকে ৫৮ শতাংশ জাতীয় আয় হয়, ফলে এদের হাত ধরেই সরকারের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ মদতে সব ক্ষেত্রে এদের অবাধ চলাফেরা। ভাবতে অবাক লাগে যে রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিযোগিতায়, ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবার প্রতিযোগিতা এবং সরকার প্রতিষ্ঠা করবার বিষয় সমূহ সহ সব বিষয় এদের অঙ্গুলি হেলনে চলে। প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে সরকারী ব্যবস্থাপনা অসহায়, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাক।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শরণাগতি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সে যদি একবার ধরে, সে আর কখনো ছেড়ে দেবে না।' আজ এতদিন অতিক্রমে এই উক্তিটি কতটা বাস্তব, আমাদের উপলব্ধিতে মালুম হই।

সার্থক চাঁদপাড়ার বিজ্ঞান মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভারতবর্ষের নবজাগরণের দূত রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০ বৎসর প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষ স্মরণে চাঁদপাড়ায় অনুষ্ঠিত হল বিজ্ঞান অভিযান ও শিশু বিজ্ঞান মেলা। ৩ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের আনন্দধারা মঞ্চে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত চাঁদপাড়া বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট পদার্থবিদ ও অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ড. সুনীল বিশ্বাস। উপস্থিত ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রত্না রায়, কার্যকরী সভাপতি তপন কুমার দে প্রমুখ। মধ্যাহ্নেই শুরু হয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অংকন প্রতিযোগিতা। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলায় অন্যান্য অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল স্লোগান সহ পোষ্টার প্রতিযোগিতা, মনীষীদের জীবনী পাঠ, বিজ্ঞানের খবর পাঠ, পরিবেশের উপর রিপোর্ট পাঠ, ছিল বিজ্ঞান ও পরিবেশের উপর স্কুল পড়ুয়া ও সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা ও মডেল প্রদর্শনী, দ্বিতীয় দিন ৪টি গ্রুপে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কর্মসূচীর সূচনা হয়। অপরাহ্নে ছিল সেমিনার ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য শিবির। এদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব প্রবীণ শিক্ষক মিলন গাইন ও দীপঙ্কর মুখার্জী। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি দ্বীজেন চৌধুরী, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির জেলা সম্পাদক শ্যামলেন্দু বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজ সেবি ও চিকিৎসক ডাঃ শক্তিপদ মজুমদার প্রমুখ। এদিন বিশিষ্টজনেরা সকলে জনবিজ্ঞানের প্রসারে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ বিজ্ঞান চেতনাকে প্রসারিত করতে এধরনের বিজ্ঞান মেলার অপরিসীম গুরুত্বের কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

ত্রিশক্তি ট্যুর এণ্ড ট্রাভেলস্

আরাকুসহ তাইজাক

সহযোগিতায় ঃ
শিব সাধনা কালচারাল একাডেমী,
শেওড়াফুলী, হুগলী

দর্শনীয় স্থান ঃ
থ্রী হিলস, মেরিন হারবারস, লাইট হাউস,রামকৃষ্ণ বিচ, ভীমিলি বিচ, রুশিকোন্ডা বিচ, রামানাইডু ফিল্ম সিটি, কৈলাসগিরি হিলস্, গালিকোন্ডা, সাবমেরিন মিউজিয়াম, এয়ারক্রাফ্ট মিউজিয়াম, ট্রাইবাল মিউজিয়াম, বোটানিকাল গার্ডেন, ওয়াটার ফলস্, বোরাকে ভস, কফি মিউজিয়াম

শুভযাত্রা ঃ ২৪শে জানুয়ারী থেকে ৩০শে জানুয়ারী ২০২৩

প্যাকেজ অন্তর্ভূত
২৫শে জানুয়ারী দুপুরের খাবার থেকে ২৯শে জানুয়ারী প্রাতরাশ পর্যন্ত। সমস্ত থাকার জায়গা, সাইট সীন এর গাড়ি।

প্যাকেজ 8,450* জন প্রতি
৭দিন ৬ রাত

প্যাকেজ বহির্ভূত
সমস্ত ট্রেনের খাবার, সমস্ত এন্ট্রি ফি, নিজস্ব খাওয়া খরচ ব্যক্তিগত খরচ।

যোগাযোগ ঃ
উৎপল ঃ 92326 33899
পল্লব ঃ 78668 71439
দীপঙ্কর ঃ 9836414449

আশির্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
বনগাঁ কোর্ট, উত্তর ২৪ পরগণা।

কম খরচে গাড়ি ভাড়া
ডাক্তার চেম্বার ভিজিট এবং স্কুল শিক্ষকদের জন্য
মাসিক বা প্রতিদিনের ভিত্তিতে

All Types Cab Rent and Driver's Service
Call us For More Info
99320 65503
91444 32783
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা (আমাদের কোন শাখা নেই)

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**